জিইপি/ই-মেইল
অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস হাউস, ঢাকা
ই-মেইল: dch@nbr.gov.bd

নথি নং-৫-কাস-১২(৩৫) নী:প:/জা:রা:বো:/বিবিধ/২২ / ৪১২২(৪) তারিখ: ১২/০৪/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যচালান দ্রুত ঘোষণা ও খালাস গ্রহণ নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ০১. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি. এর স্মারক নং-৩০.৩৪.০০০০.০৬৭.০০৪.০৩.০১.২০২৬/১৪৫, তারিখ: ৩০/০৩/২০২৬ খ্রি.।
০২. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি. এর স্মারক নং-৩০.৩৪.০০০০.০৬৭.০০৪.০৩.০১.২০২৬/১৪৬, তারিখ: ৩০/০৩/২০২৬ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমদানি কার্গো এলাকায় সম্প্রতি সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিপুল পরিমাণ পণ্যচালান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা পণ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। বিশেষ করে দীর্ঘসময় ধরে অব্যবস্থাপিত অবস্থায় পণ্য জমে থাকার ফলে এ ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এতদ সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কাস্টমস হাউস, ঢাকায় আগত অনেক আমদানিকৃত পণ্যচালান নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঘোষণা ও খালাস গ্রহণ করা হচ্ছে না, ফলে কাস্টমস হাউস, ঢাকায় অযাচিত পণ্যজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়ছে। কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৪ এর উপধারা ১ অনুযায়ী, কোনো কাস্টমস স্টেশনে পণ্য আগমনের পর সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে আমদানিকারক বা তার মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক পণ্য ঘোষণা (Bill of Entry দাখিল) প্রদান করা বাধ্যতামূলক। ধারা ৯৪ অনুযায়ী, ঘোষণার পর প্রযোজ্য শুল্ক-কর পরিশোধসহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে পণ্য খালাস গ্রহণ করতে হবে এবং উপরোক্ত বিধান সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসরণ করা না হওয়ায় পণ্যজট বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অগ্নিকাণ্ডসহ অন্যান্য দুর্ঘটনার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে। বিমানবন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক সংস্থা এ বিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

০২। যেহেতু, হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে জরুরী, স্পর্শকাতর এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি হয়, সেহেতু সংশ্লিষ্ট সকল আমদানিকারক, সিএন্ডএফ এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

(ক) পণ্য আগমনের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে Bill of Entry দাখিল করতে হবে।
(খ) সকল শুল্ক-কর ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে পণ্য খালাস গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
(গ) অযথা বিলম্ব পরিহার করে দ্রুত পণ্য নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি (ডকুমেন্টেশন, ভ্যালুয়েশন, পেমেন্ট প্রস্তুতি ইত্যাদি) পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে।
(ঘ) নির্ধারিত সময়সীমা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কাস্টমস আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৩। উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা যায় এবং বিমানবন্দর তথা কাস্টমস হাউস, ঢাকার সার্বিক নিরাপত্তা ও কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়। এমতাবস্থায়, আমদানিকৃত পণ্য দ্রুত খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও আমদানিকারকদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: সূত্রোক্ত পত্র ০২ (দুই) পাতা।

১২.০৪.২৬

মোহাঃ মসিউর রহমান
কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টমস হাউস, ঢাকা।
Phone: 02-8901577

প্রাপক:
০১. প্রশাসক
এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

০২. সভাপতি
বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স
৭/৭৩, সেক্টর-১৭, উত্তরা, ঢাকা।

Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association (BKMEA)
Received
15 APR 2026
Signature.....
BKMEA
HEAD OFFICE N.GANJ